

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নৈতিকতা কমিটির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী  
সচিব ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি, স্থানীয় সরকার বিভাগ  
তারিখ ও সময় : ২৯ আগস্ট ২০২২ খ্রি, সোমবার, সকাল ৯:৩০ ঘটিকা  
স্থান/মাধ্যম : ভার্চুয়াল (জুম) প্ল্যাটফর্ম।

#### সভার আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটি কাজ করে থাকে। জনগণকে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মূল্যায়নে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪র্থ স্থান অর্জন করায় তিনি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ নৈতিকতা কমিটির ১ম ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনসহ সভাটি পরিচালনা করার জন্য এ বিভাগের শুদ্ধাচার বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম-কে আহ্বান জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) ও শুদ্ধাচার বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম অধ্যকার সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি ২০২১-২২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যায়নে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪৭.৮৫ নম্বর পেয়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করায় এ বিভাগের শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয়সহ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরে তিনি নৈতিকতা কমিটির গত ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২২) সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোনরূপ সংশোধন/ সংযোজন/বিরোধের প্রস্তাব থাকলে তা জানানোর জন্য সংযুক্ত সকলকে অনুরোধ করেন। কোন সংশোধনী/সংযোজনী প্রস্তাব না থাকায় সভাপতির অনুমতিক্রমে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২২) সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য দপ্তর/সংস্থার সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান।

৩. বিগত সভায় গৃহিত ২নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লক্ষ্মর তাজুল ইসলাম জানান, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক টেকনিক্যাল টিম SNB ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর মাধ্যমে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজ করে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের কার্যক্রম ডিজিটলাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে টেকনিক্যাল এবং লোকাল কাস্টমাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ সংক্রান্ত কারিগরী সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান দেওয়ার জন্য ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন কর্তৃক সার্বক্ষণিক একজন টেকনিশিয়ান নিয়োজিত করা হয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ২১-২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন কর্তৃক এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহে প্রাথমিকভাবে ১০টি ওয়ার্ডে অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান পদ্ধতি চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল ওয়ার্ডে এটি শুরু করা হবে মর্মে তিনি জানান।

MO

৪. এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, যথাসম্ভব সকল ক্ষেত্রে অনলাইন সিস্টেম চালু করতে হবে। Trial & error বেসিসে একই সাথে সকল জায়গায় সফটওয়্যারটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।
৫. বিগত সভায় গৃহিত ৩নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রুহুল আমিন জানান, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ ৩৩টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দকে নিয়ে ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশনে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। চলতি মাসে ৫টি ওয়ার্ডে এবং সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে ১৫টি ওয়ার্ডে এই অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হবে। অবশিষ্ট ১৮টি ওয়ার্ড সম্প্রসারিত এলাকা নিয়ে নতুনভাবে গঠিত হওয়ায় উক্ত ওয়ার্ডগুলোতে হোল্ডিং ট্যাক্স এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এই ওয়ার্ডগুলোতে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬. সভাপতি অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট সকল ওয়ার্ডে অবহিতকরণ সভা আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
৭. এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী বলেন, নৈতিকতা কমিটির বিগত সভায় সকল সিটি কর্পোরেশনে অভিন্ন ড্রেড লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ড্রেড লাইসেন্সের একটি অভিন্ন ফরমেট প্রণয়নের জন্য একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান ড্রেড লাইসেন্স এর ফরমেট/নমুনা এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬টি সিটি কর্পোরেশন হতে ড্রেড লাইসেন্স এর বিদ্যমান ফরমেট/নমুনা পাওয়া গিয়েছে। সকল সিটি কর্পোরেশন হতে ড্রেড লাইসেন্স এর ফরমেট/নমুনা পাওয়ার পর স্টেকহোল্ডারগণকে নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সেগুলো পর্যালোচনা করে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি অভিন্ন ড্রেড লাইসেন্স ফরম প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।
৮. এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং শূদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক ড. মলয় চৌধুরী বলেন, ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্যও অভিন্ন ড্রেড লাইসেন্স প্রবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য অনলাইনে অভিন্ন ড্রেড লাইসেন্স এর ফরমেট প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।
৯. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) পৌরসভা হতে ড্রেড লাইসেন্সের কিছু নমুনা ফরমেট সংগ্রহ করে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজটি করা যায় মর্মে মতামত জানান।
১০. এ পর্যায়ে সভাপতি সিটি কর্পোরেশনসমূহ হতে ড্রেড লাইসেন্স ফরমের নমুনা প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল পার্সনকে অন্তর্ভুক্ত করে অংশীজনের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য অভিন্ন ড্রেড লাইসেন্স ফরমেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।
১১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিগত সভায় গৃহিত ৫নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানান, সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে গত ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) এর তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে এ বিভাগে প্রেরণসহ প্রকল্পের সম্পদ বিশেষ করে যানবাহন কোন কারণে বা জরুরি প্রয়োজনে পুনরায় ব্যবহার বা অন্য কোন প্রকল্পে হস্তান্তরের পূর্বে এ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ এবং যে প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করা হবে সে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে মর্মে সকল দপ্তর/সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
১২. এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জনাব আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী বলেন, পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ/মালামাল নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে অধিকাংশ সম্পদ বিশেষ করে কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার কারণে অচল/নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জনাব নুমেরী জামান এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন, এ বিভাগের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাপোর্ট টু দ্যা প্যুওর ইন আরবান বাংলাদেশ শীর্ষক একটি প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত প্রকল্পের সম্পদ পুরোপুরি হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।
১৩. সভাপতি বলেন, কিছু প্রকল্প পরবর্তী ফেইজ-এ যাবার কারণে ঐ প্রকল্পের সম্পদ, বিশেষ করে গাড়ি ও যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে জমা দেওয়া হচ্ছে না। কোন্ কোন্ প্রকল্প পরবর্তী ফেইজ-এ যাবে তার তথ্য থাকা প্রয়োজন। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) জমা দিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প পরিচালকগণ যথানিয়মে সম্পদ ও যন্ত্রপাতি জমা দিচ্ছেন না। প্রকল্প শেষ হওয়ার ০৩ মাসের মধ্যে PCR জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তি শেষে গাড়ীগুলো সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে পরিবহন পূলে জমা প্রদান করতে হবে। কোন কারণে গাড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন হলে যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব পাঠিয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার উপযোগী না থাকলে তা নিলামে বিক্রি করতে হবে অথবা যথানিয়মে ধ্বংস করতে হবে। তিনি পরিকল্পনা অধিশাখার সহযোগিতা নিয়ে প্রশাসন অধিশাখাকে প্রকল্পভিত্তিক (সমাপ্ত) যানবাহন, মালামাল, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক প্রকল্প পরিচালকদের নিকট হতে সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সরকারি গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরও স্বচ্ছ হতে হবে, কোথায় ব্যতিক্রম হচ্ছে তা জানতে হবে। সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের সাথে একাত্মতা ঘোষণার মাধ্যমে সরকারি গাড়ি ব্যবহার, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সকলকে আরও বেশি স্বচ্ছ ও সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে।

১৪. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন বলেন, গাড়ী ও জ্বালানী ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ কৃচ্ছতা সাধনে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে যথাযথভাবে কাজ করব, সরকারি কর্মচারী হিসেবে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে দীর্ঘ দিনের পুরনো অভ্যাস আমাদেরকে ক্রমাগত পরিহার করতে হবে।

১৫. ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান বলেন, প্রকল্পের অর্থায়ন দুই ভাবে হয়। যেমন সরকারি গ্রান্ট বা অনুদানে এবং প্রকল্প সাহায্য যেটা ঋণ হিসেবে পাওয়া হয়। প্রকল্প সাহায্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয়। প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দ্বারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গাড়ি ক্রয়ের অনুমতি পাওয়া যায় না। গাড়ি ক্রয় করতে হয় ওয়াসার নিজস্ব টাকায় অথবা সরকারি গ্রান্ট হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থে। এর ফলে ক্রয়কৃত গাড়িগুলো আমাদের Fixed Asset Management-এ চলে আসে। সেক্ষেত্রে যানবাহনগুলো পরিবহন পূলে জমা প্রদান করতে হবে কিনা, কিংবা এক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি সচিব মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

১৬. সভাপতি এ বিষয়ে সর্বশেষ সার্কুলার/ বিধি-বিধান অনুযায়ী বিস্তারিত পর্যালোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে অনুরোধ জানান।

১৭. যুগ্মসচিব (অডিট অধিশাখা) জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী বলেন, চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৯৫০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সংস্থাভিত্তিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলোর তথ্য প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাগুলোকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত অডিট আপত্তিগুলো প্রয়োজনে অডিট অধিদপ্তরকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করে নিষ্পত্তি করা হবে।

১৮. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন বলেন, দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তিকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দপ্তর/সংস্থার অডিট নিষ্পত্তিকরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হলে অডিট আপত্তির সংখ্যা সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন।

১৯. সভাপতি বলেন, দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি বিশেষ করে দীর্ঘ দিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। সম্প্রতি উপস্থাপিত কিছু নথি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, কিছু অডিট কার্যক্রম আংশিক সম্পন্ন করে সেগুলো নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ভালভাবে যাচাইপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান।

২০. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব স্মৃতি কর্মকার ৭নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, এডিপিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং এর লক্ষ্যে এ বিভাগের কয়েকটি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ টিম ছিল। এ বিষয়ে এলজিইডি এবং ডিপিএইচই'রও আলাদা কয়েকটি টিম রয়েছে। এই টিমগুলো নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করে থাকে। এছাড়া প্রকল্পের মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে MIS সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এই সিস্টেমে প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য প্রতিনিয়ত ইনপুট/আপডেট করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী বলেন, এলজিইডি কর্তৃক জেলাভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং এর লক্ষ্যে যে সকল Tools/ Practice করা হয় সেগুলো এ বিভাগের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে।

২১. সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, বছরের শুরু থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হলে প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা কর্তৃক দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দপ্তর/সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করতে হবে। এ বিভাগের MIS সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট সবাই যাতে নিয়মিত তথ্য ইনপুট দেন বা তথ্য হালনাগাদ করেন সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ইতঃপূর্বে এ বিভাগের গঠিত টিম/কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা বা মনিটরিং অধিশাখাকে আরো শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২২. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) জানান, এ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ ইতঃপূর্বে সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে গত ১২ জুন ২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি কর্মপরিকল্পনায় গৃহিত কর্মসূচিগুলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করেন এবং কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে কোন সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা বা মতামত থাকলে তা সভাকে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

২৩. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২) জনাব মোঃ সবুর হোসেন ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার ৩.৪ ক্রমিকে বর্ণিত কর্মসূচির বিষয়ে জানান, পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পৌরসভা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাটি ২০০১ সালে জারিকৃত। অর্থ বিভাগ হতে পৌরসভার আয়তন, জনসংখ্যা, রাজস্ব আয় ও অন্যান্য সূচক বিবেচনায় নিয়ে এডিপি বরাদ্দ প্রদানের জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা হতে জারিকৃত 'সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২২' এবং উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ হতে জারিকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল নির্দেশিকা/নীতিমালা জারি করা হবে মর্মে তিনি অবহিত করেন।

২৪. সভাপতি সমাপনী বক্তব্যে বলেন, এ বিভাগের কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং গুণগতমান অবশ্যই ভালো। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার গুলোর পরিসংখ্যানগত তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে অনুবিভাগ প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ব্যক্তিগতভাবে ফলোআপ করবেন। তিনি অত্র বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকারি গাড়ি ব্যবহার, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে অধিক সতর্ক হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

#### ২৫। সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২২) সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানোর পর তাতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ (Confirm) করা হয়।	--
২।	(ক) হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়/গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইন সিস্টেম চালু করতে হবে এবং Trial & error বেসিসে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল জায়গায় সফটওয়্যারটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়/প্রদান বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অবশিষ্ট সকল ওয়ার্ডে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।	(১) খুলনা সিটি কর্পোরেশন (২) রংপুর সিটি কর্পোরেশন
৩।	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে টেকনিক্যাল পার্সনদের সহযোগিতা নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য পৃথকভাবে অভিন্ন অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স এর ফরমেট প্রণয়ন করতে হবে।	নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ

৪।	প্রকল্প সমাপ্ত হলে প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে প্রকল্পভিত্তিক যানবাহন, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির তালিকা পরিকল্পনা অধিশাখা হতে প্রশাসন অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। প্রশাসন অধিশাখা হতে বিধি মোতাবেক তা নিষ্পত্তি করতে হবে।	(১) পরিকল্পনা অধিশাখা (২) প্রশাসন অধিশাখা
৫।	প্রকল্প শেষ হওয়ার ০৩(তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ বিভাগের পরিকল্পনা অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করতে হবে।	(১) দপ্তর/সংস্থার প্রধান (সকল) (২) প্রকল্প পরিচালক (সকল) (৩) পরিকল্পনা অধিশাখা
৬।	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের যানবাহন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুঁলে জমা প্রদান করতে হবে। কোন কারণে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন ব্যবহারের প্রয়োজন হলে যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব পাঠিয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার উপযোগী না থাকলে তা নিলামে বিক্রি করতে হবে অথবা যথানিয়মে ধ্বংস করতে হবে।	(১) দপ্তর/সংস্থার প্রধান (সকল) (২) প্রকল্প পরিচালক (সকল) (৩) প্রশাসন অধিশাখা
৭।	সরকারি গ্র্যান্ট/অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থে বা ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব অর্থে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত গাড়ীগুলো প্রকল্প সমাপ্তি শেষে পরিবহন পুঁলে জমা প্রদান কিংবা এক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে সর্বশেষ সার্কুলার/ বিধি-বিধান অনুযায়ী বিস্তারিত পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করতে হবে।	(১) প্রশাসন অধিশাখা (২) পানি সরবরাহ অধিশাখা
৮।	(ক) দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ বিশেষ করে দীর্ঘ দিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	(১) অডিট অধিশাখা (২) দপ্তর-সংস্থার প্রধান (সকল)
৯।	(ক) এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দপ্তর/সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করতে হবে; (খ) এ বিভাগের MIS সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য আপলোড বা হালনাগাদকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) দপ্তর/সংস্থার প্রধান (সকল) (২) প্রকল্প পরিচালক (সকল) (৩) মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা
১০।	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কমিটি গঠন করে পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল নির্দেশিকা/নীতিমালা জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা

২৬। পরিশেষে, সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখ: ০৫/০৯/২০২২ খ্রি:

(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০২.২২-১০৪৬(১/৪০)

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৯

০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল)/মহাপরিচালক (পমূপ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. যুগ্মসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

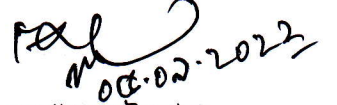
দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/সিলেট/চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৩. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ঢাকা।

৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী/গাজীপুর/ময়মনসিংহ/খুলনা/রংপুর/বরিশাল/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।

**অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে**

১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২. উপসচিব (প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪. প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৫. অফিস কপি।

  
০৫.০২.২০২২

(মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম)

উপসচিব

ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫

মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০

ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd